আইনের কথা

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন

ভূমিকা

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার ওয়ারিশদের মধ্যে আরব সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা অনুযায়ী বণ্টিত হতো। এই প্রথাগুলো ছিল অযৌক্তিক, বৈষম্যমূলক, ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরতার মূল ধারণার পরিপন্থী।

মৃত ব্যক্তির মা, স্ত্রী, কন্যাসহ অন্যান্য মহিলা ওয়ারিশগণ কোনো সম্পত্তি পেতো না। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মহিলারা সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হতেন। ইসলামে উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান দেয়া হয়েছে এবং সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের মূল উৎস আল-কোরান। কোনো মৃত মুসলমানের সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কিভাবে বিলিবন্টন করতে হবে তার নীতি বা কাঠামো কোরানে বর্ণনা করা হয়েছে। কোরানে বর্ণিত নীতি বা কাঠামো অনুসরণ করে মুসলিম আইন বিশারদগণ উত্তরাধিকার আইনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে– কোরানে বলা হয়েছে, কোনো মৃত ব্যক্তির একজন মেয়ে থাকলে সে $\frac{1}{2}$ ভাগ অর্থাৎ অর্ধেক সম্পত্তি পাবে। যদি একাধিক মেয়ে থাকে তবে

মেয়েরা $\frac{২}{৩}$ ভাগ অর্থাৎ মোট সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। আবার এও বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির ছেলে তার মেয়ের দ্বিগুণ পাবে অর্থাৎ এক মেয়ে যা পাবে এক ছেলে তার দ্বিগুণ পাবে। আমরা এখানে কোরানের এই নীতিটি ব্যাখ্যা বা বিশে-ষণ করতে পারি।

ধরা যাক নাদের মারা গেল। রেখে গেল একটি ছেলে ও একটি মেয়ে এবং ২৪ বিঘা জমি। এক্ষেত্রে কোরানের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নীতি অনুযায়ী মৃত নাদেরের এক মেয়ে অর্ধেক সম্পত্তি পায় অর্থাৎ ২৪ বিঘার ১২ বিঘা মেয়ে পায়। আবার কোরানের আরো একটি নীতি হলো, ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ পায়। তাহলে নাদেরের ছেলেকে দিতে হবে ২৪ বিঘা, যেহেতু মেয়ে পেয়েছে ১২ বিঘা, যার ১২ বিঘা মেয়ে পেয়েছে আর অবশিষ্ট রয়েছে ১২ বিঘা। সুতরাং কোরানের এই নীতি হুবহু মেনে নাদেরের সম্পত্তি বণ্টন করা যাবে না। আর তাই মুসলিম আইন বিশারদগণ কোরানের এই নীতিটিকে ব্যাখ্যা করলেন এভাবে– যেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির শুধু কন্যা থাকবে, পুত্র থাকবে না সেক্ষেত্রেই কেবল কন্যা বা কন্যারা কোরানিক অংশ পাবে। যেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পুত্র ও কন্যা একসঙ্গে থাকবে সেক্ষেত্রে এক কন্যা যা পাবে এক পুত্র তার দ্বিগুন পাবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, মুসলিম উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কোরানের নীতি বা কাঠামোকে অনুসরণ করে মুসলিম আইন বিশারদগণ তাদের নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা কাজে লাগিয়ে উত্তরাধিকার নির্ণয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। মুসলিম উত্তরাধিকার আইন নিয়ে আলোচনার শুরুতে উত্তরাধিকার আইনের আরো দু-একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করছি, যেমন–

১. কোরানে বারজন উত্তরাধিকারীর কথা উলে-খ আছে, যার মধ্যে আটজনই নারী। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীরা কোনো সম্পত্তিই পেতো না। অথচ কোরানে উল্লিখিত বারজন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আটজনই হলো নারী। এতে করে অনুমেয় যে কোরান নারীদের কতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেছে।

২. যারা উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে খুব সামান্যই জানেন তারাও এতটুকু জানেন যে, একজন পুরুষ সব সময়ই একজন মহিলার চাইতে দ্বিগুণ সম্পত্তি পান। কিন্তু এ ধারণাটি সঠিক নয়। সব ক্ষেত্রে একজন পুরুষ একজন মহিলা থেকে দ্বিগুণ পান না। যেমন–

- কোনো ব্যক্তি যদি তার ছেলে, মেয়ে, বাবা ও মা রেখে মারা যান তবে সেক্ষেত্রে ঐ মৃত ব্যক্তির বাবাও $\frac{১}{৬}$ সম্পত্তি পাবেন এবং মাও $\frac{১}{৬}$ সম্পত্তি পাবেন। মৃত ব্যক্তির বাবা পুরুষ বলে মৃত ব্যক্তির মায়ের চেয়ে বেশি পাবেন না।
- আবার বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় বোন সমান সম্পত্তি পায়। একজন বৈপিত্রেয় ভাই $\frac{১}{৬}$ পায় আবার একজন বৈপিত্রেয় বোনও $\frac{১}{৬}$ অংশ পায়। এখানেও ভাই পুরুষ বলে বেশি পাচ্ছে না। এখানে উল্লেখ্য যে, বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় বোন কেবল প্রধান উত্তরাধিকারীরা না থাকলেই সম্পত্তি পান।

- তাছাড়া মৃত ব্যক্তির যদি দাদা ও দাদী থাকে তবে তারাও প্রত্যেকে $\frac{১}{৬}$ অংশ করে সম্পত্তি পাবে। দাদা পুরুষ বলে দাদীর থেকে বেশি পাবেন না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সবক্ষেত্রে পুরুষেরা নারীদের চেয়ে দ্বিগুণ সম্পত্তি পান না। অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের সমান সম্পত্তি লাভ করেন।

৩. কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি পান, যেমন– পিতা-মাতার সম্পত্তি তাদের ছেলেমেয়েরা সমান পায় না। ছেলে, মেয়ের দ্বিগুণ পায়। আবার স্বামী তার স্ত্রী মারা গেলে চার ভাগের একভাগ পায়, সেক্ষেত্রে স্ত্রী পায় $\frac{১}{৮}$ ভাগ অর্থাৎ তার অর্ধেক। এ ক্ষেত্রগুলোতে বৈষম্য রয়েছে। কিন্তু অনেকে তা স্বীকার করতে চান না। তারা যুক্তি দেখান যে, মেয়েরা তো বাবার বাড়ি থেকেও পায় আবার স্বামীর বাড়ি থেকেও পায়। কিন্তু পুরুষরা কি বাবার বাড়ি থেকে পায় না? পায়। তারা কি স্ত্রীর কাছ থেকে পায় না? পায়। তাছাড়া বাবা-মার নিকট থেকে একজন পুরুষ একজন নারীর চেয়ে দ্বিগুণ পায়। আবার মৃত স্ত্রীর সম্পত্তি থেকেও একজন পুরুষ একজন নারী তার মৃত স্বামীর থেকে যা পায়, তার দ্বিগুণ পায়।

এই উভয় ক্ষেত্রেই একজন পুরুষ একজন নারীর দ্বিগুণ পাচ্ছে। সুতরাং নারীরা বাবার বাড়ি থেকেও পায় আবার স্বামীর নিকট থেকেও পায় এ যুক্তি দেখিয়ে একজন নারীকে একজন পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি দেয়ার যুক্তি ধোপে টিকে না।

৪. মায়ের সম্পত্তি মেয়েরা বেশি পায় এ কথাটি আমাদের দেশে খুবই প্রচলিত। অনেকেই এরকম একটি ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে এ কথাটির কোনো ভিত্তি নেই। মৃত পিতার সম্পত্তি যেভাবে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ভাগ হয়, একইভাবে মৃত মাতার সম্পত্তিও তার ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ভাগ হবে।

অর্থাৎ মৃত পিতার সম্পত্তি থেকে প্রত্যেক ছেলে পায় দুই ভাগ এবং প্রত্যেক মেয়ে পায় এক ভাগ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মৃত পিতা ও মাতা উভয়ের নিকট থেকেই ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে দ্বিগুণ সম্পত্তি পায়।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন একটু জটিল কিন্তু এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা কঠিন নয়। উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, "উত্তরাধিকার আইন নিজে জানো এবং অপরকে জানাও, সকল জ্ঞানের অর্ধেক জ্ঞান হলো এই জ্ঞান"।

উত্তরাধিকার বলতে কী বুঝায়?

কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তার জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের যে অধিকার জন্মায় তাকে বলে উত্তরাধিকার। মৃত ব্যক্তি মহিলা বা পুরুষ যাই হোক একই নিয়মে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয় করা হবে।

উত্তরাধিকার বণ্টনের নীতি

উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ওয়ারিশ হিসেবে সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়ার আগে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো দেখতে হয়:

- মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের খরচ পরিশোধ করা
- মৃত ব্যক্তির কোনো ঋণ বা দেনা থাকলে তা পরিশোধ করা
- স্ত্রীর দেনমোহর পরিশোধ করা
- মৃত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো উইল করা থাকলে সেই উইলে উলি-খিত সম্পত্তি প্রদান করা। এরপর যে সম্পত্তি থাকবে তা ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ হবে।

সম্পত্তি ভাগের নীতি

অধিকতর নিকটবর্তী আত্মীয় দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করে। যেমন, মৃত ব্যক্তির বাবা বেঁচে থাকলে দাদা সম্পত্তি পায় না। আবার ছেলেমেয়ে বেঁচে থাকলে নাতি-নাতনীরা সম্পত্তি পায় না।

দুই বা ততোধিক ছেলে থাকলে প্রত্যেক ছেলে সমান অংশ পাবে।

দুই বা ততোধিক মেয়ে থাকলে প্রত্যেক মেয়ে সমান অংশ পাবে।

দুই বা ততোধিক স্ত্রী থাকলে প্রত্যেক স্ত্রী তাদের নির্ধারিত অংশ সমান হারে ভাগ করে নেবে।

মৃত ব্যক্তির পিতা বা ছেলে থাকলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বাইরে যায় না।

উত্তরাধিকারীদের শ্রেণী বিভাগ

কোনো মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার সম্পত্তিতে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী যাদের ওপর স্বত্ব বর্তাবে তাদেরই উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশ বলে। মুসলিম আইনের বিধান মতে উত্তরাধিকারীদেরকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়:

১. কোরানিক অংশীদার
২. অবশিষ্টভোগী
৩. দূরবর্তী আত্মীয়গণ

কোরানিক অংশীদার: যে সকল ওয়ারিশগণ মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে কোরানে বর্ণিত নির্দিষ্ট অংশ পাওয়ার অধিকারী তারাই কোরানিক অংশীদার।

অবশিষ্টভোগী: যে উত্তরাধিকারীদের সাথে মৃত ব্যক্তির রক্তের সম্পর্ক আছে এবং কোরানে বর্ণিত অংশীদারদের সম্পত্তি দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তিতে যারা হকদার তারাই অবশিষ্টভোগী।

দূরবর্তী আত্মীয়গণ: মৃত ব্যক্তির কোনো কোরানিক অংশীদার বা অবশিষ্টভোগী না থাকলে যারা সম্পত্তি পান তারাই হলেন দূরবর্তী আত্মীয়গণ।

প্রধান উত্তরাধিকার বা অংশীদার

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি মূলত পাঁচজন উত্তরাধিকারীর মাঝে ভাগ হয়:

১. পিতা
২. মাতা
৩. স্ত্রী/স্বামী
৪. মেয়ে
৫. ছেলে

স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী ও স্ত্রীর অবর্তমানে স্বামী সম্পত্তি পাবে, বাকি চারজন সব সময়ই পাবে।

উলি-খিত পাঁচজন ছাড়া আরো ৭ জন অংশীদার আছেন কিন্তু প্রধান অংশীদার থাকলে তারা সম্পত্তি পান না। তারা হলেন–

১. দাদা $=\frac{১}{৬}$

২. দাদী/নানী $=\frac{১}{৬}$

৩. ছেলে মেয়ে বা নাতনী $=\frac{১}{২}$, দুই বা তার বেশি মেয়ে $=\frac{২}{৩}$

৪. আপন বোন $=\frac{১}{২}$, দুই বা তার বেশি আপন বোন $=\frac{২}{৩}$

৫. বৈপিত্রেয় বোন $=\frac{১}{৬}$, দুই বা তার বেশি বৈপিত্রেয় বোন $=\frac{১}{৩}$

৬. বৈপিত্রেয় ভাই $=\frac{১}{৬}$, দুই বা তার বেশি বৈপিত্রেয় ভাই $=\frac{১}{৩}$

৭. বৈমাত্রেয় বোন $=\frac{১}{২}$, দুই বা তার বেশি বৈমাত্রেয় বোন $=\frac{২}{৩}$

অংশীদাররা কে কতটুকু সম্পত্তি পাবে?

পিতা

মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান বা পুত্রের পুত্র থাকলে পিতা $\frac{১}{৬}$ অংশ সম্পত্তি পান।

উদাহরণ: বেলাল মারা যাওয়ার সময় পিতা, একপুত্র ও এক কন্যাকে ওয়ারিশ হিসেবে রেখে মারা যায়। মৃত বেলালের সম্পত্তিতে পিতা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে এবং বাকি অংশ এক কন্যা ও এক পুত্র অবশিষ্টভোগী হিসেবে পাবে।

ধরা যাক, বেলাল ২৪ বিঘা জমি রেখে মারা গেল। এক্ষেত্রে মৃত বেলালের মোট সম্পত্তি থেকে তার পিতা পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ অর্থাৎ মোট সম্পত্তিকে ৬ ভাগ করে তার ১ ভাগ। তাহলে মৃত বেলালের পিতা পাচ্ছে ৪ বিঘা। এরপর অবশিষ্ট সম্পত্তিকে সমান তিন ভাগ করতে হবে, যার ২ ভাগ পাবে মৃত বেলালের ছেলে এবং ১ ভাগ পাবে মৃত বেলালের মেয়ে। তাহলে এখানে ছেলে পাচ্ছে ১৩$\frac{১}{২}$ বিঘা এবং মেয়ে পাচ্ছে ৬$\frac{১}{২}$ বিঘা।

সুতরাং পিতা ৪ বিঘা
ছেলে ১৩$\frac{১}{২}$ বিঘা
মেয়ে ৬$\frac{১}{২}$ বিঘা
মোট ২৪ বিঘা

উক্ত নিয়মে বেলালের সম্পত্তি ভাগ হবে।

সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে পিতার তিন অবস্থা–
ক. মৃত ব্যক্তির পুত্র বা পুত্রের পুত্র বা তার নিচে কেউ থাকলেও পিতা $\frac{১}{৬}$ অংশ সম্পত্তি পাবে।

উদাহরণ: আবুল মারা গেল। রেখে গেল ১ পুত্র ও পিতা এবং ১২ বিঘা সম্পত্তি।
এক্ষেত্রে পিতা পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ অর্থাৎ মোট সম্পত্তির ৬ ভাগের ১ ভাগ এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি ছেলেই পাবে।
এখানে পিতা পাবে ৬ ভাগের ১ ভাগ হিসেবে ২ বিঘা, ছেলে অবশিষ্ট সম্পত্তি অর্থাৎ ১০ বিঘা পাবে।
সুতরাং পিতা ২ বিঘা
পুত্র ১০ বিঘা
মোট ১২ বিঘা
এভাবে আবুলের সম্পত্তি ভাগ হবে।

খ. পুত্র না থেকে কন্যা থাকলে বা তার নিচে কেউ থাকলেও পিতা $\frac{১}{৬}$ অংশ সম্পত্তি পায় এবং অবশিষ্ট সম্পত্তিও তিনিই পাবেন।

উদাহরণ: হাশেম মারা যাওয়ার সময় পিতা ও এক কন্যাকে ওয়ারিশ হিসেবে রেখে যান। এই ক্ষেত্রে পিতা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবেন এবং কন্যা $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে এবং অবশিষ্ট $\frac{২}{৬}$ অংশ পিতা অবশিষ্টভোগী হিসেবে পাবেন। অর্থাৎ পিতা $\frac{১}{২}$ ($\frac{১}{৬}+\frac{২}{৬}$) এবং কন্যা $\frac{১}{২}$ সম্পত্তি পাবেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, পিতা একই সাথে কোরানিক অংশীদার ও অবশিষ্টভোগী হিসেবে সম্পত্তি পাচ্ছেন। যেহেতু হাশেমের কোনো পুত্র সন্তান নেই, আছে একটি কন্যা সন্তান, সেহেতু হাশেমের পিতা কোরানিক অংশীদার হিসেবে সম্পত্তি পাচ্ছেন। আবার কন্যাকে অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকছে তাও পাচ্ছেন। কোরানিক অংশীদার হিসেবে পিতা পাচ্ছেন $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং কোরানিক অংশীদার হিসেবে কন্যা পাচ্ছেন $\frac{১}{২}$ অংশ। অতএব $\frac{১}{৬}+\frac{১}{২}=\frac{১+৩}{৬}=\frac{৪}{৬}=\frac{২}{৩}$ অর্থাৎ তিন ভাগের দুইভাগ বণ্টিত হলো। বাকি থাকলো তিন ভাগের একভাগ। এই তিন ভাগের একভাগও হাশেমের পিতাই অবশিষ্টভোগী হিসেবে পাবেন।

ধরা যাক হাশেমের জমি ছিল ১৮ বিঘা, তার মধ্য থেকে তার পিতা কোরানিক অংশীদার হিসেবে পাবেন $\frac{১}{৬}$ অংশ অর্থাৎ ৩ বিঘা। কন্যা $\frac{১}{২}$ অর্থাৎ ৯ বিঘা এবং অবশিষ্ট ৬ বিঘাও হাশেমের পিতা অবশিষ্টভোগী হিসেবে পাবেন। এভাবে হাশেমের সম্পত্তি বণ্টিত হবে।

গ. মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হলে তার পিতা অবশিষ্টভোগী হিসেবে সম্পত্তি পান।

উদাহরণ: ফুলবানু মারা গেল, রেখে গেল পিতা ও স্বামী। যেহেতু ফুলবানু নিঃসন্তান সেহেতু তার স্বামী পাবে $\frac{১}{২}$ ভাগ এবং পিতা পাবে অবশিষ্টাংশ, অর্থাৎ $\frac{১}{২}$ ভাগ।

এক্ষেত্রে যদি ফুলবানু ১০ বিঘা সম্পত্তি রেখে মারা যায় তবে তার স্বামী কোরানিক অংশীদার হিসেবে $\frac{১}{২}$ অংশ অর্থাৎ ৫ বিঘা এবং পিতা অবশিষ্টভোগী হিসেবে অবশিষ্ট সম্পত্তি ৫ বিঘা পাবেন।

এভাবে ফুলবানুর ১০ বিঘা জমি বণ্টিত হবে।

মাতা

উত্তরাধিকার লাভের ক্ষেত্রে মাতার তিন অবস্থা হতে পারে –

ক. যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান বা পুত্রের সন্তান, যতই নিচের দিকে হোক না কেন অথবা মৃত ব্যক্তির আপন বা বৈপিত্রেয় দুই বা ততোধিক ভাই কিংবা বোন থাকে, এমনকি যদি শুধু একজন ভাই ও একবোন থাকে তবে মাতা মৃতের সম্পত্তির $\frac{১}{৬}$ অংশ পান।

উদাহরণ: আমিন মারা গেল। রেখে গেল মা, বাবা, দুই বোন। এখানে মৃত আমিনের মা পাবেন $\frac{১}{৬}$ অংশ, (যেহেতু আমিনের দুই বোন আছে) এবং আমিনের বাবাও পাবেন $\frac{১}{৬}$ অংশ।

অবশিষ্ট সম্পত্তি আমিনের পিতা পাবেন অবশিষ্টভোগী হিসেবে। আমিনের বোনেরা কোনো সম্পত্তি পাবে না।

খ. যদি মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি বা পুত্রের সন্তানগণ, যত নিচের দিকেই হোক না থাকে এবং একজনের বেশি বোন বা ভাই না থাকে সেক্ষেত্রে মা $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন।

উদাহরণ: কাশেম মারা যাওয়ার সময় ওয়ারিশ হিসেবে পিতা, মাতা ও এক বোন রেখে যায়। এক্ষেত্রে মা $\frac{১}{৩}$ অংশ সম্পত্তি পাবেন। এখানে যেহেতু কাশেমের কোনো সন্তান নেই এবং একমাত্র বোন রয়েছে তাই মা পাবে মোট সম্পত্তি থেকে $\frac{১}{৩}$ অংশ।

গ. মাতার সাথে মৃত ব্যক্তির পিতা থাকলে এবং স্বামী বা স্ত্রী বর্তমান থাকলে স্বামী বা স্ত্রীকে দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তার $\frac{১}{৩}$ অংশ মা পাবেন।

উদাহরণ: আলিম মারা গেল। রেখে গেল ২৪ বিঘা জমি এবং পিতা, মাতা ও স্ত্রী।
এক্ষেত্রে, মোট সম্পত্তি থেকে প্রথমে স্ত্রীকে দিতে হবে। এখানে আলিম যেহেতু নিঃসন্তান তাই তার স্ত্রী মোট সম্পত্তির $\frac{১}{৪}$ (চার ভাগের এক ভাগ) পাবে। অর্থাৎ (২৪ বিঘার চার ভাগের এক ভাগ) ৬ বিঘা। স্ত্রীকে দেয়ার পর থাকছে ২৪-৬ = ১৮ বিঘা। এখন এই ১৮ বিঘা সম্পত্তিকে মোট তিন ভাগ করতে হবে, যার ১ ভাগ অর্থাৎ ৬ বিঘা পাবেন মা এবং ২ ভাগ অর্থাৎ ১২ বিঘা পাবেন পিতা।

স্ত্রী

স্ত্রী দুইভাবে উত্তরাধিকারিনী হয়ঃ

ক. মৃত স্বামীর কোনো সন্তান বা ছেলের সন্তান, যত নিচেরই হোক, না থাকলে বিধবা স্ত্রী $\frac{১}{৪}$ অংশ পায়।

উদাহরণ: হাশেম মারা গেল। রেখে গেল পিতা ও এক স্ত্রী এবং ২০ বিঘা জমি।
এক্ষেত্রে মৃত হাশেমের কোনো সন্তানাদি না থাকায় তার স্ত্রী মোট সম্পত্তির $\frac{১}{৪}$ (চার ভাগের এক ভাগ) পাবে। এখানে মোট সম্পত্তি ২০ বিঘা। এর চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে ৫ বিঘা। সুতরাং মৃত হাশেমের বিধবা স্ত্রী পাবে ৫ বিঘা। বাকি সম্পত্তি মৃত হাশেমের পিতাই পাবে।

খ. যদি স্বামীর সন্তান বা ছেলের সন্তান, যত নিচেরই হোক, থাকে তবে স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ অংশ সম্পত্তি পায়।

উদাহরণ: কাদের মারা গেল। রেখে গেল ২৪ বিঘা জমি এবং এক ছেলে ও এক স্ত্রী। এক্ষেত্রে মৃত কাদেরের স্ত্রী কাদেরের মোট সম্পত্তি থেকে $\frac{১}{৮}$ অংশ হিসেবে ৩ বিঘা সম্পত্তি পাবে। বাকি সম্পত্তি মৃত কাদেরের ছেলে পাবে। এখানে উল্লেখ্য, যদি মৃতের একাধিক বিধবা স্ত্রী থাকে সেক্ষেত্রে সকল বিধবারাই উক্ত $\frac{১}{৮}$ বা $\frac{১}{৪}$ যেরূপই হোক সমান হারে অংশ ভাগ করে পাবে।
উদাহরণ: ফজল মারা যাওয়ার সময় দুই স্ত্রী,

মা ও এক ছেলে রেখে যায়। এই ক্ষেত্রে দুই স্ত্রী একত্রে $\frac{১}{৮}$ অংশ সম্পত্তি পাবে এবং প্রত্যেকে $\frac{১}{১৬}$ অংশ হিসাবে ভাগে পাবে।

স্বামী

স্বামী দুইভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।

ক. মৃত স্ত্রীর সন্তান বা সন্তানের সন্তান, যত নিচেরই হোক না কেন, না থাকলে স্বামী ওই স্ত্রীর সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ পাবেন।

উদাহরণ: কদবানু মারা গেল। রেখে গেল তার স্বামী, মাতা ও পিতা এবং ২৪ বিঘা জমি। এক্ষেত্রে মৃত কদবানুর যেহেতু কোনো সন্তানাদি নেই তাই তার স্বামী মোট সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ (অর্ধেক) অংশ পাবে। অর্থাৎ স্বামী পাবে ১২ বিঘা এবং বাকি সম্পত্তি তিনভাগ হবে, যার দুই ভাগ অর্থাৎ ৮ বিঘা পাবে পিতা এবং একভাগ অর্থাৎ ৪ বিঘা পাবে তার মাতা।

খ. মৃত স্ত্রীর সন্তানাদি থাকলে স্বামী $\frac{১}{৪}$ অংশ পায়।

উদাহরণ: রাহেলা মারা গেল। রেখে গেল স্বামী, এক ছেলে ও দুই মেয়ে এবং ২৪ বিঘা জমি।

এক্ষেত্রে, রাহেলার স্বামী মোট সম্পত্তির $\frac{১}{৪}$ অংশ (চার ভাগের এক ভাগ) পাবে অর্থাৎ ৬ বিঘা। বাকি সম্পত্তি ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ২:১ অনুপাতে ভাগ হবে। এখানে বাকি সম্পত্তি ৪ ভাগ হবে, যার দুই ভাগ পাবে ছেলে অর্থাৎ, ছেলে একাই ৯ বিঘা এবং প্রত্যেক মেয়ে পাবে এক ভাগ অর্থাৎ ৪$\frac{১}{২}$ বিঘা করে।

মেয়ে

সম্পত্তি লাভের ক্ষেত্রে মেয়ের তিন অবস্থা হতে পারে–

ক. একজন কন্যার অংশ $\frac{১}{২}$ (পুত্র না থাকলে)

উদাহরণ: জমির মারা গেল। রেখে গেল এক মেয়ে, পিতা ও মাতা এবং ২০ বিঘা জমি। এক্ষেত্রে জমিরের একমাত্র মেয়ে একাই $\frac{১}{২}$ ভাগ অর্থাৎ ১০ বিঘা পাবে। বাকি সম্পত্তি তিন ভাগ হবে, যার দুই ভাগ বাবা ও এক ভাগ মা পাবেন।

খ . দুই বা ততোধিক কন্যার অংশ $\frac{২}{৩}$ (পুত্র না থাকলে)

উদাহরণ: ফজলু মারা গেল। রেখে গেল ৪টি মেয়ে ও পিতা এবং ১২ বিঘা জমি। এক্ষেত্রে ফজলুর মেয়েরা একত্রে মোট সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ (তিন ভাগের দুই ভাগ) অর্থাৎ ৮ বিঘা পাবে। এই আট বিঘা বোনদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হবে। বাকি ৪ বিঘা মৃতের পিতা পাবেন।

গ. পুত্র থাকলে কন্যা বা কন্যাগণ অবশিষ্টভোগী হিসেবে সম্পত্তি পায়।

কোরানিক অংশীদার হিসেবে কন্যার অংশ যদিও নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু যখনই পুত্র ও কন্যা একসাথে থাকে তখনই কন্যা, পুত্রের সাথে অবশিষ্টভোগী হিসেবে সম্পত্তি পায়।

উদাহরণ: ফাতেমা মারা যাওয়ার সময় স্বামী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা যায়। এই ক্ষেত্রে ফাতেমার স্বামী $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে এবং বাকি সম্পত্তি ২:১ অনুপাতে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে ভাগ হবে। অর্থাৎ, এক মেয়ে যা পাবে

এক ছেলে তার দ্বিগুণ পাবে।

ছেলে

ছেলে সব সময়ই অবশিষ্টভোগী হিসেবে সম্পত্তি লাভ করে। মৃত ব্যক্তির একাধিক ছেলে থাকলে সব ছেলেই সমান অংশ পায়।

যে সমস্ত ব্যক্তি উত্তরাধিকার থেকে কখনই বাদ পড়েন না।

১. পিতা

২. মাতা

৩. পুত্র

৪. কন্যা

৫. স্ত্রী

৫. স্বামী

এদেরকে কোনো অবস্থাতেই বাদ দেয়া হয়নি।

উদাহরণ:

১.কাদের মারা যাওয়ার সময় নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের ওয়ারিশ হিসেবে রেখে যায়–

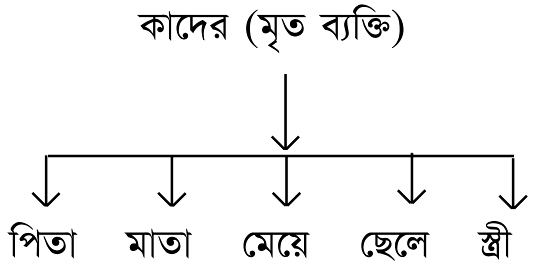

এইক্ষেত্রে পিতা $\frac{১}{৬}$ অংশ, মাতা $\frac{১}{৬}$ অংশ, স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ অংশ এবং বাকি সম্পত্তি ছেলে ও মেয়ের মধ্যে ২:১ অনুপাতে ভাগ হয়ে যাবে।

২. নাদেরা মারা যাওয়ার সময় নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের ওয়ারিশ হিসেবে রেখে যায়–

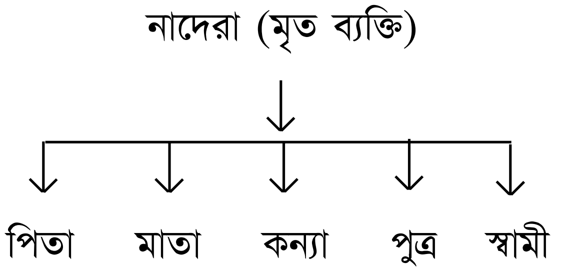

এইক্ষেত্রে পিতা $\frac{১}{৬}$ অংশ, মাতা $\frac{১}{৬}$ অংশ, স্বামী $\frac{১}{৪}$ অংশ এবং পুত্র ও কন্যা বাকি সম্পত্তি ২:১ অনুপাতে ভাগ করে নেবে।

অজাত সন্তানের অধিকার

কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর সময় যদি তার স্ত্রী গর্ভবতী থাকে তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ভাগ করা যাবে না। একেই সম্পত্তিতে অজাত সন্তানের অধিকার বলে।

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ

উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এ আইনের ৪ ধারায় উত্তরাধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে–

"উত্তরাধিকার আরম্ভ হওয়ার আগে মৃত ব্যক্তির কোনো পুত্র বা কন্যার মৃত্যু ঘটলে সেই উত্তরাধিকার আরম্ভ হওয়ার ফলে উক্ত পুত্র বা কন্যার জীবিত সন্তানগণ যদি কেউ থাকে সেক্ষেত্রে, উক্ত মৃত পুত্র বা কন্যা জীবিত থাকলে যা পেত তার সন্তানগণও ততটুকুই পাবে।"

যে সন্তানের পিতা বা মাতা, পিতামহ কিংবা মাতামহের জীবদ্দশায় মারা গেছেন তাদের দুর্ভোগ উপশম করার লক্ষ্যেই ১৯৬১ সালের

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৪ ধারাটি এসেছে। এই ধারা মুসলিম উত্তরাধিকার নীতির ক্ষেত্রে একটি নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে। এই অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়ার আগে যদি কোনো ব্যক্তির জীবিতকালে তার কোনো পুত্র বা কন্যা মারা যেত তাহলে সেই মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তানগণ তাদের পিতামহ বা মাতামহ ইচ্ছা করলে নাতি-নাতনীদের তার সম্পত্তি থেকে কিছু অংশ দান বা উইল করে যেতে পারতেন। তবে যেক্ষেত্রে দান বা উইলের কোনো বিশেষ ব্যবস্থা থাকতো না, সেক্ষেত্রে এই সকল হতভাগা সন্তানদের দুঃখের কোনো শেষ থাকতো না। কিন্তু পবিত্র কোরানে ও হাদিসে এই সকল এতিমদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখে যাওয়ার জন্য মৃত ব্যক্তিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আবার আল-াহ ও রাসূলুল-াহ আলোচনায় বসতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আলোচনার মাধ্যমে আইনের সূত্র নির্ধারণ করারও নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং, ***১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৪ ধারাটি শুধু এতিমদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রণয়ন করা হয়েছে। এই ধারার মর্মার্থ হলো– কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর আগে তার কোনো ছেলে বা মেয়ে যদি সন্তান রেখে মারা যায় তবে মৃত সন্তানের ওই ছেলেমেয়ে তাদের পিতা-মাতা বেঁচে থাকলে যা পেত তারাও তাই পাবে। তবে ওই ব্যক্তির পুত্রবধূ কোনো সম্পত্তি পাবে না।***

এই ধারার পূর্বশর্ত হলো মৃত ব্যক্তির ছেলে বা মেয়েকে উক্ত উত্তরাধিকার শুরু হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই ধারার আরেকটি শর্ত হলো এই অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ ১৯৬১ সালের ১৬ জুলাইয়ের আগে যে সকল ঘটনা ঘটেছে সে ক্ষেত্রগুলোতে এই আইনের অধীনে প্রতিকার পাওয়া যাবে না।

উদাহরণ:

ক. নকীব ১৯৭৮ সালে মারা যায়। রেখে যায় এক ছেলে, এক মেয়ে, মৃত ছেলের ছেলে, আরেক মৃত ছেলের মেয়ে।

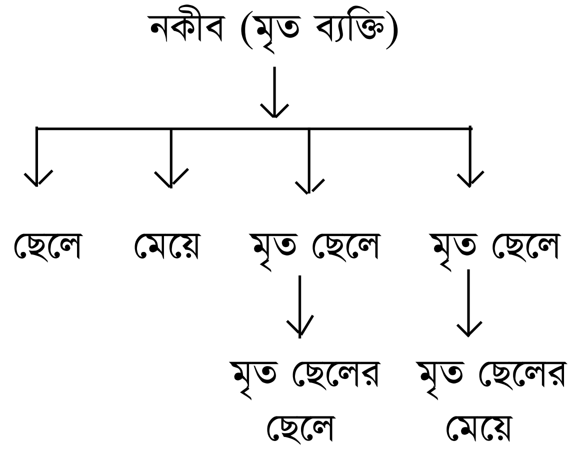

এই ক্ষেত্রে সম্পত্তি মোট ৭ ভাগে ভাগ হবে। ছেলে পাবে $\frac{২}{৭}$ ভাগ, মৃত ছেলের ছেলে $\frac{২}{৭}$ ভাগ, মৃত ছেলের মেয়ে $\frac{২}{৭}$ এবং মেয়ে $\frac{১}{৭}$ ভাগ।

খ. নাসিম ১৯৮০ সালে মারা যায়। রেখে যায়, এক ছেলে ও এক মৃত ছেলের মেয়ে।

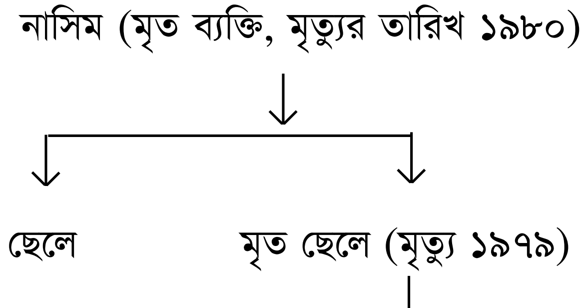

এইক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ছেলে ও মৃত ব্যক্তির মৃত ছেলের মেয়ে সমান হারে অর্থাৎ অর্ধেক সম্পত্তি পাবে।

গ. আবদুল মারা যায়। রেখে যায় ২ কন্যা ও এক মৃত ছেলের কন্যা।

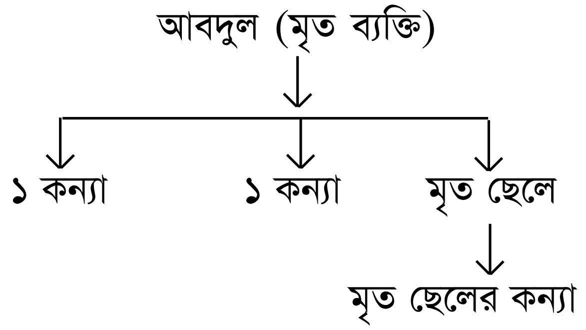

এইক্ষেত্রে সম্পত্তি ৪ ভাগে ভাগ হবে, মৃত ছেলের কন্যা ২ ভাগ অর্থাৎ $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে। মৃত ছেলের কন্যা পাবে ২ ভাগ অর্থাৎ $\frac{১}{২}$ অংশ, বাকি ২ কন্যা একত্রে পাবে ২ ভাগ অর্থাৎ প্রত্যেকে $\frac{১}{৪}$ অংশ করে।

ঘ. কাশেম ১৯৯০ সালে মারা যায়। রেখে যায় এক মৃত ছেলের মেয়ে ও এক কন্যা।

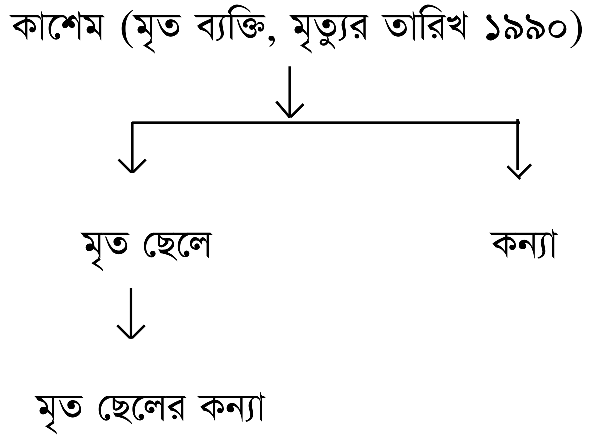

এইক্ষেত্রে সম্পত্তি ভাগ হবে ৩ ভাগে। $\frac{২}{৩}$ পাবে মৃত ছেলের কন্যা আর $\frac{১}{৩}$ পাবে কন্যা।